JA[illegible] 001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১ ......

ছাত্রলীগের পুনর্মিলনীতে শেখ হাসিনা

ছাত্রলীগের কেউ সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করলে সংগঠনে জায়গা নেই

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আমরা মানুষের সেবা করতে এসেছি, অর্থ উপার্জন করতে নয়। আমাদের যে ছোট্ট একটি বাড়ি ছিল তাও বঙ্গবন্ধু জাদুঘরের জন্য দিয়ে দিয়েছি। বলা যায়, এখন আমরা দু'বোন গৃহহারা। তারপরও দরিদ্র জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করাই আমাদের মূল্য লক্ষ্য। শেখ হাসিনা বলেন, আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় আসতে পারলে দেশকে সমৃদ্ধশালী করে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলব। ছাত্রলীগের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ছাত্রলীগের কেউ যদি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি করে তাহলে সংগঠনে তাদের স্থান দেয়া হবে না।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর পুনর্মিলনী উৎসবে সাংগঠনিক নেত্রী হিসেবে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রমনার বটমূলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারি, অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকন। মঞ্চে ছাত্রলীগের সাবেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও তারা কেউ বক্তৃতা করেননি। দুপুর ১২টার দিকে প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থলে আসেন এবং প্রায় সোয়া ২টা পর্যন্ত অবস্থান করেন। তিনি সোয়া ১২টার দিকে দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ সময় দলীয় সঙ্গীত ও উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশিত হয়।

প্রধান অতিথির ভাষণে শেখ হাসিনা বলেন, স্বৈরাচার ও রাজাকারদের সঙ্গে নিয়ে খালেদা জিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটাতে চায়। কিন্তু আওয়ামী লীগের দোষটা কোথায় বেগম জিয়া তা বলতে পারেন না।

শেখ হাসিনা বলেন, আজ বিশ্বের ১শ ৮৮টি দেশ ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন ও শহীদদেরকে স্মরণ করছে। এই অর্জন আওয়ামী লীগ সরকারের। জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়া সবাই মুক্তিযোদ্ধাদের অবহেলা করেছেন। আমরা ক্ষমতায় এসে তাদের সম্মান দেখিয়েছি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ৩০% চাকরি কোটা, বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে তাদের সুবিধা দিয়েছি, মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার ব্যবস্থা করেছি এবং মৃত্যুর পর তাদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে দাফনের উদ্যোগ নিয়েছি।

পল্টন ময়দানে সিপিবির মহাসমাবেশে বোমা হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে আবিষ্কার করলেন যে বোমা হামলা করেছে আওয়ামী লীগ, কিন্তু ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগ কেন এ ধরনের কাজ করতে যাবে খালেদা জিয়া তা চিন্তা করেননি। খালেদা জিয়ার কথায় এটাই প্রকাশ পায় যে, "ঠাকুর ঘরে কে- রে, আমি কলা খাই না",

শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ বিশ্বে মডেল হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। দেশে উদ্বৃত্ত খাদ্য মজুদ রয়েছে, এখন কারো কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যেতে হয় না।

প্রধানমন্ত্রী বিএনপি শাসনামলের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'যারা শক্তি প্রয়োগ করে ক্ষমতায় থাকতে চায়, তাদের কাছ থেকে গণতন্ত্র আশা করা যায় না। ছাত্রলীগ ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

ছাত্রলীগ ঃ শেখ হাসিনা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর) কারণ তারা জনগণকে বিশ্বাস করে না। তাই জনগণ তাদেরকে টেনে ক্ষমতা থেকে নামিয়েছে।

তিনি বলেন, খালেদা জিয়া অছাত্র-মস্তানদের হাতে ডান্ডা তুলে দিয়ে সরকারের পতন ঘটাতে চায়। কিন্তু আমরা শিক্ষা দিয়ে দেশের সকল সমস্যার মোকাবিলা করব। এজন্য ছাত্রলীগকে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যোগ্যতা অর্জন করে দেশের কর্ণধার হওয়ার জন্য পরামর্শ দিই।